দৈনিক সংবাদ

MAR 02 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কলেজে চার বছরের অনার্স ডিগ্রি কোর্স?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার অধিভুক্ত কলেজগুলোতে চালু ডিগ্রি-অনার্স কোর্সের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। এখন থেকে অনার্স কোর্স তিন বছরের পরিবর্তে চার বছর হবে এবং তা ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকেই শুরু হবে। ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিরও পরিবর্তন হচ্ছে। পরীক্ষা হবে কেন্দ্রীয়ভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি-অনার্স কোর্স চার বছর মেয়াদি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে, কলেজগুলোতে চার বছরের ডিগ্রি-অনার্স কোর্স শুরু করার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের মধ্যে সময়ের দিক থেকে কোর্সের বৈষম্য দূর হবে শুধু তাই নয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে, এখানে গুণগত মানের দিক থেকেও দূরত্ব কমে আসবে; ছাত্র ভর্তি এখন আর কলেজ ভিত্তিতে হবে না। সংশ্লিষ্ট কলেজের বদলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে সব খাতা এনে মূল্যায়ন করা হবে। এমসিকিউ (মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন) পদ্ধতিতে একশ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে এক ঘণ্টার। বাংলায় ২৫, ইংরেজির ২৫ ও সাধারণ জ্ঞানের ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের মান যথাক্রমে ৪০ ও ৬০ ধরে সর্বমোট দুইশ নম্বরের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর হিসেবে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে। ন্যূনতম ৩৩ নম্বর পেলে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে এবং তার সাক্ষাৎকার নেয়া হবে। এখানে তার বিষয় বাছাইয়ের সুযোগ থাকবে। মোট কথা অনেকটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আদলেই কেন্দ্রীয়ভাবে কলেজগুলোয় অনার্স ভর্তি-পরীক্ষা চালু হবে।

ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত পদক্ষেপকে আমরা অভিনন্দিত না করে পারছি না। কয়েক বছর আগে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনের তাগিদেই ভর্তি পরীক্ষায় পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আসছিল। এ বছর থেকে তা চূড়ান্ত রূপ পেল। আমরা মনে করি, কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে, এর ফলে প্রকৃত মেধাবীরাই অনার্স পড়ার সুযোগ পাবে। অতীতে ভর্তি নিয়ে নানা তদবির, চাপ ও দুর্বৃত্তায়নের ফলে যোগ্যরা অনার্স পড়ার সুযোগ পেত না। কেন্দ্রীয়ভাবে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠান তার অবসান ঘটাবে বলেই আমরা মনে করি।

চার বছরের অনার্স কোর্স প্রবর্তন সম্পর্কে আমরা কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করতে চাই। এটা সত্য, একই দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনার্স কোর্স যেখানে চার বছরের; সেখানে কলেজগুলোতে তিন বছর রাখার কোন মানে হতে পারে না। এর অন্যান্য সমস্যাও আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে দেড়শ'টি কলেজে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে, চার বছরের কোর্স পড়ানোর মতো বাস্তবে তারা কতটুকু সক্ষম? এখানে অ্যাকাডেমিক সমস্যার পাশাপাশি, অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে। তিন বছরের অনার্স কোর্স টেনে চার বছর করলেই কি মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে, না মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো কিছুর সংযোজন প্রয়োজন- তা ভেবে দেখা দরকার। অবশ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, চার বছরের অনার্স কোর্সের পাঠ্যক্রম তৈরির জন্য তারা ২৯টি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। অনার্স কোর্সের সঙ্গে রয়েছে একশ নম্বরের বাধ্যতামূলক ইংরেজি ও দুটো বিষয়ের সাবসিডিয়ারি। এবার শোনা যাচ্ছে, সাবসিডিয়ারি বিষয় আর সাবসিডিয়ারি থাকবে না। তাও অনার্স পরীক্ষার শ্রেণী নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে অর্থাৎ হেলাফেলা করার উপায় নেই। শিক্ষার্থীকে সিরিয়াস হতে হবে। তাই ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতির প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আমাদের প্রশ্ন সেখানেই। কলেজগুলোর বাস্তব চিত্র ভিন্ন। অধিকাংশ কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। সরকারি কলেজগুলোতে অবস্থা আশঙ্কাজনক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। যোগ্য শিক্ষকের প্রশ্নও রয়েছে সেখানে। পরীক্ষাগারসহ অন্যান্য কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনার্স কোর্স চালিয়ে নেয়ার পথে বিরাট অন্তরায়। মোট কথা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিপরীত হাওয়াতে চলছে। অধিকাংশ কলেজেই অনার্স কোর্স এমনকি মাস্টার্স কোর্সও চালু হয়েছে রাজনৈতিক স্টান্টবাজির প্রভাবে, বাস্তবতাকে মূল্যায়ন না করেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রশ্নে মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। তারপরও আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে নিরুৎসাহিত করছি না। আমরা শুধু বলব, চার বছরের অনার্স কোর্স সফলভাবে চালু করতে হলে অ্যাকাডেমিক, প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত যা যা করা দরকার সেখানে যেন কোন ত্রুটি না থাকে। কারণ অযোগ্য অনার্স ডিগ্রিধারী তৈরি কারোরই কাম্য নয়।